দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

16

পলিটেকনিকে দ্বিতীয় শিফট

দীর্ঘ তিন বছরের আন্দোলনে একটি দাবি পূরণ হয়েছে। গত ২৫ জানুয়ারী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় শিফট চালু হয়েছে। দেশের ২০ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অতিরিক্ত ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী ৩ বছর কোর্সের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। দু'শিফট চালু করার ফলে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলির প্রথম বর্ষরের ছাত্রসংখ্যা হচ্ছে দশ হাজার। এছাড়াও এবার নির্ধারিত কয়েকটি পলিটেকনিকট ইনস্টিটিউটে চালু করা হয়েছে কম্পিউটার ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্স।

এ নতুন পরিস্থিতিতে এবার উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে বিভিন্ন মহলে। ইতিমধ্যে বলা হচ্ছে সকল ইনস্টিটিউটে কম্পিউটার ও ইলেকট্রিক ভাল ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্স চালু করার কথা। এ দুটি বিষয়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী উৎসাহী এবং অভিযোগ উঠেছে যে এ দুটি বিষয়ে ভর্তির ব্যাপারে নাকি পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। তবে সে অভিযোগ আদৌ কোন মুখ্য ব্যাপার নয়।

কিছুটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে ভিন্ন ক্ষেত্রে। অসুবিধা হচ্ছে শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা নিয়ে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলিতে পুরান কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখেই দ্বিতীয় শিফট চালু করা হয়েছে। দ্বিতীয় শিফটের জন্য বাড়তি কোন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়নি। ফলে, শিক্ষক ও কর্মচারীদের একনাগাড়ে সকাল-সন্ধ্যা কাজ করতে হবে। এমনিতেই সকল ইনস্টিটিউটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মচারী নেই। অনেক ইনস্টিটিউটে ক্লাস করবার জায়গার অভাব আছে। কাপ্তাইয়ের সুইডেন পলিটেকনিক থেকে বলা হয়েছে-ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপাল ও তিন বিভাগের প্রধানসহ ১৭ পদ শূন্য রয়েছে। ছাত্রদের ক্লাসে জায়গা দেবার মত পরিস্থিতি নেই। অর্থাৎ এ মহলের বক্তব্য হচ্ছে সব প্রস্তুতি নিয়েই দ্বিতীয় শিফট চালু করা কাম্য ছিল।

তবে সাধারণভাবে সকল মহলের অভিমত হচ্ছে এ ধরনের অসুবিধাসত্ত্বেও দ্বিতীয় শিফট চালু করা একান্তই জরুরী ছিল। এ ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ কম। তবে নিশ্চয়ই আশা করা অন্যায় হবে না যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলিতে দ্বিতীয় শিফট চালু হবার ফলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থাও জরুরী ভিত্তিতে নেয়া হবে।